গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

তথ্যবিবরণী নম্বর-১৫৫

পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে সরবরাহকৃত চালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন ও সরবরাহ মূল্য সংক্রান্ত অবহিতকরন সভা অনুষ্ঠিত-

ময়মনসিংহে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ, বিতরণ ও বিবরণ (ক্ষতিকারক কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন ২০২৩ এবং রাইস মিল (অটো ও হাস্কিং) থেকে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে সরবরাহকৃত চালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন ও সরবরাহ মূল্য সংক্রান্ত পরিপত্রের বিষয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার (২০ মার্চ), জেলা প্রশাসন ও জেলা খাদ্য বিভাগ ময়মনসিংহ এর আয়োজনে, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন মোঃ আব্দুল কাদের, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ, মোঃ মাসুদুর রহমান, অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,ময়মনসিংহ, এস .এম. আসাদুজ্জামান যুগ্ম পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা ময়মনসিংহ, এ.এস.এম. হাসান সরকার, জেলা বাজার কর্মকর্তা, মোঃ খলিলুর রহমান, সভাপতি, জেলা মিল মালিক সমিতি, এরশাদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, জেলা মিল মালিক সমিতি। এছাড়াও জেলার প্রতিটি উপজেলার মিল মালিক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং পাইকারি ও খুচরা চাল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোঃ আব্দুল কাদের বলেন, দেশের চাল উৎপাদনকারী কয়েকটি পরিদর্শন করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে , একই জাতের ধান হতে উৎপাদিত চাল বিভিন্ন নামে ও দামে বিক্রি হচ্ছে। ভোক্তগণ ন্যায্য মূল্যে পছন্দ মত জাতের ধান, চাল কিনতে অসুবিধা সম্মুখীন হচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ধান থেকে চাল উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ, বিপন ও বিতরণ কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আনয়নে (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন ২০২৩ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট মিল মালিক ,খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীগণকে আহ্বান জানান।
এসময় তিনি আরো জানান, পরিপত্র অনুযায়ী চালের উৎপাদনকারী মিলার গন গুদাম হতে বাণিজ্যিক কাজে চাল সরবরাহের প্রাক্কালে চালের বস্তার উপর উৎপাদনকারী মিলের নাম, জেলা ও উপজেলার নাম, উৎপাদন তারিখ, মিল গেট মূল্য এবং ধান/চালের জাত উল্লেখ করতে হবে। বস্তার উপর উল্লেখিত তথ্যাদি কালি দ্বারা হাত দিয়ে লেখা যাবে না। উৎপাদনকারী সকল মিল মালিক (অটো/হাস্কিং) কর্তৃক সরবরকিত সকল প্রকার চালের বস্তা/প্যাকেটের (৫০/২৫/১০/৫/২/১ কেজি ইত্যাদি) উপর উল্লেখিত তথ্যাদি মুদ্রিত করতে হবে। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে।

এ পরিপত্রের আলোকে সকল জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ/খাদ্য পরিদর্শকগন পরিদর্শনকালে এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ,বিতরণ, বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩'এর ধারা ৬ ও ধারা ৭ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । উক্ত আইনের আলোকে জারিকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা আগামী ১৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আবশ্যকভাবে প্রতিপালন করতে হবে বলে জানান তিনি।

#

রেজভী /মনির /রিদওয়ান/দেওয়ান/ হুদা/ ২০২৪/১৪:০০ ঘন্টা